আকাশের প্রত্যুত্তরে

অভিজিৎ রায়

এ নিয়ে কখনও কিছু লিখতে হবে ভাবিনি। সাম্প্রতিক কিছু লেখা এবং ঘটনা নিয়ে অনেকের মধ্যেই কিছু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে তাই পরিস্কার করা প্রয়োজন মনে করি। আমি কয়েক সপ্তাহ আগে ‘অলস দিনের ভাবনা’ নামের একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধের মূল উপজীব্য ছিল আমার ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’র যে পর্যালোচনা গুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোকে গুছিয়ে একসাথে নিয়ে আসা আর সেই সাথে রিভিউকারীদেরও ছোট করে একটা ধন্যবাদ দেওয়া। ডঃ শহিদুল ইসলাম নামের এক ভদ্রলোক আমার বইয়ের একটি সুন্দর রিভিউ লিখেছেন দৈনিক সংবাদে। উনি পেশায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক। সমাজনীতি, রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখালিখি করেন। এ নিয়ে তাঁর গোটা পাচেক বই-ও আছে বাজারে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত ডঃ ইসলামের ‘বিজ্ঞানের দর্শন’ বইটি পড়ে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি। মাত্র দু’জন বিজ্ঞানীকে (জে.ডি.বার্নাল এবং জর্জ সাটন) নিয়ে আলোচনা করে বিজ্ঞানের ক্রম-ইতিহাস যে এত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা যায়, তাই আমার এতোদিন জানা ছিলো না। যা হোক তার কাজের উপর ভিত্তি করে আমার কিছু বিশ্লেষন তুলে ধরি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে। আর বাকি পুরো প্রবন্ধটিই লেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আর বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক খুঁজে নিয়ে। রবীন্দ্র নাথের সাথে আইনস্টাইনের একটি সাক্ষাৎকারও এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবেই।

যা হোক, আমার লেখার মূল উপজীব্য মোটেই রাজনীতি ছিল না, যদিও ডঃ শহিদুল ইসলামের কাজকে তুলে ধরতে রাজনীতির কিছু কথা এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। বহির্বিশ্বে আমেরিকার অবস্থান, তার পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল। যেমন বলেছিলাম যে, আমেরিকা ১৯৫৩ সালে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেককে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরশাসক শাহকে ক্ষমতায় বসায়, ভিয়েতনামে সৈন্য প্রেরণ করে গণহত্যা চালায় , ১৯৭৫-৭৬এ ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে ক্যু করে সরিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায় আর পরবর্তীতে সুহার্তোর নির্বিচারে গনহত্যাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দান করে, প্রায় একই সময় স্বৈরশাসক পলপট যিনি নিজ দেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ মারার জন্য দায়ী- তাকে পর্যন্ত নিজ স্বার্থে সমর্থন করে আমেরিকা, তারা একটা সময় এলসালভাদর আর আর্জেন্টিনায় স্বৈরশাসকদের সমর্থন করে, নিকারাগুয়ার গণতন্ত্র উৎখাত করে, জিয়াউল হকের মত মৌলবাদী সরকারকে ‘মিত্র’ হিশেবে সমর্থন করে আর তার ওহাবী ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করে, চিলির স্বৈরশাসক পিনোচেটকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান আক্রমনের ছয় মাস আগে থেকেই ওসামা-বিন লাদেনকে সাহায্য আর সমর্থন যুগিয়ে প্রকৃত ‘লাদেন’ হিসেবে গড়ে তোলে এই ‘গণতান্ত্রিক’ আমেরিকা। ইসলামী মৌলবাদের পীঠস্থান সৌদি-আরব আর তার রাজতন্ত্রকে তো এখনও মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে।

এগুলো কোনটাই মিথ্যে নয়। কিন্তু এগুলো বলার পাশাপাশি এটাও বলেছি যে, সাম্রাজ্যবাদ শুধু আমেরিকারই একচেটিয়া নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াও এ ব্যাপারে একটা সময় কম যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরী (১৯৫৬), চেকোসলাভাকিয়া (১৯৬৮) আর আফগানিস্তানে (১৯৭৯) সৈন্য প্রেরণ, চীনের তিব্বতের প্রতি আগ্রাসী নীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারটি শুধু পুঁজিবাদী বিশ্বেরই একচেটিয়া ছিলো না। শ্রেনীশত্রু নিধনের নামে স্ট্যালিন, পলপটদের নৃশংস অত্যাচার

সমাজতন্ত্রের রমরমা সময়ের ওই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার প্রবন্ধের একটা বড় অংশ ব্যাপৃত ছিল, কিভাবে কিছু বাম বুদ্ধিজীবী (যেমন ফরহাদ মজহারের মত বামপন্থি চেতনার লোকেরা) জ্বীহাদকে শ্রেনী সংগ্রামের সাথে গুলিয়ে ফেলে মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। স্পষ্ট করেই বলেছি যে দাঙ্গাবাজ জ্বিহাদী মুসলিমদের 'শোষিত প্রলেতারিয়েত' ভেবে তাদের কাজকর্মের সাফাই গাওয়া এক ধরণের ভ্রষ্টাচার ছাড়া কিছু নয়।

ভিন্নমত সম্পাদক কুদ্দুসখান আমার লেখাটির সামান্য অংশ পুঁজি করে এক বিরাট লেখা লিখে ফেললেন। তার লেখাটির শিরোনামও দিলেন 'জাতিসংঘের আলোকে মুক্তমনা বন্ধুটির কষ্ট'। নাম দেখেই অনুমান করা যায় তার প্রবন্ধের ভাষা কি রকম হবে। পুরো প্রবন্ধটি জুড়ে আমাকে লাইনে লাইনে আক্রমণ করেছেন, ঠাটটা-তামাসা করেছেন। কোথাও বলেছেন সুডো কমিউনিসট, কোথাও বলেছেন আধা কমিউনিসট, কোথাও বলেছেন 'ভং ধরা মানবতাবাদী' ইত্যাদি। অযাচিত ভাবে নিয়ে এসেছেন আমি কোথায় পি.এইচ.ডি করছি কিংবা সিঙ্গাপুরে থেকে আমেরিকার নির্বাচন বোঝা যায় না ইত্যাদি। আমার লেখার সাথে আমি কোথায় পিএইচ. ডি করছি না করছি সেগুলোর কি সম্পর্ক আমি সত্যই বুঝতে অক্ষম। শুধু তাই নয়, জ্যোতিষী হয়ে বুঝে গেলেন যে, আমি নাকি দারুন মনোকষ্টে আছি ভিন্নমতের সদস্য সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাওয়ায়। এ ধরনের নানা ধরনের কপোলকল্পিত উত্তেজক বাক্য ব্যয় করে তিনি তার প্রবন্ধের ইতি টানলেন। এ প্রসংগে একটি কথা বলে রাখি : ভিন্নমতে আমি আমার লেখাটি কিন্তু পাঠাইনি, অথচ, জনাব খান আমার লেখার লিংকটি ভিন্নমতে নিয়ে গিয়ে তার উপরে তার প্রবন্ধটি পোস্ট করে দিলেন। এ গুলো সবই যে আমাকে অযথা খোঁচা-খুঁচি করার জন্য লেখা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যা হোক আমি জনাব খানের প্রবন্ধের কোন উত্তর দেই নি। ঠিক যে কারণে ইসলামিসটদের বিভিন্ন লেখার এখন উত্তর দেই না, জনাব খানের এই অপ্রাসঙ্গিক লেখারও উত্তর দিব না বলে ঠিক করেছিলাম। কে কোথায় আমার সম্বন্ধে কি বলল তাতে কীই বা তেমন আসে যায়! কিন্তু আমি না দিলেও এক ভদ্রলোক কিন্তু দিলেন। আমাদের মুক্তমনার এক উৎসাহী সদস্য আছে; নাম অনন্ত। থাকেন বাংলাদেশের শেষ প্রান্তে - সুদূর সিলেটে। তিনি জনাব খানের লেখাটির উত্তর দিলেন। শুধু উত্তর নয় - তথ্য, ডাটা, পরিসংখ্যান দিয়ে লাইনে লাইনে উত্তর দিলেন। সন, তারিখ, সময় উল্লেখ করে বর্ণনা দিলেন আমেরিকা কোথায় কোথায় আগ্রাসন চালিয়েছে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে। সেই সাথে অনন্ত জনাব খানের বিভিন্ন স্ববিরোধিতাগুলোও তুলে ধরলেন। প্রবন্ধটির নাম : '<u>এবারে ভিন্নমত সম্পাদকের রোষানলে মুক্তমনা</u>'। এখন পর্যন্ত যিনিই এই প্রবন্ধটি পড়েছেন, তিনিই এক কথায় বলেছেন - 'ওয়ানডারফুল'। পরবর্তীতে নন্দিনী, বিপ্লব, টিটু আহমেদ, সেতারা হাসেম সহ অনেকেই বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তবে আমি নিজে এই বিতর্কে জড়াইনি।

জনাব খান এবারে অনন্তকে উত্তর দিতে গিয়ে আবারও অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমার নাম নিয়ে এলেন। আমার নাকি ছায়া দেখতে পাচ্ছেন অনন্তের লেখায়। অনন্তের হাজির করা ডাটা একটিও তিনি খন্ডন করতে পারলেন না, বরং অর্থনীতি নিয়ে একপ্রস্থ জ্ঞান দিয়ে গেলেন, অযথাই। তারপর কুদ্দুস খান ঠিক তাই করলেন, যা তিনি আগেও করেছেন বহুবার: দাবী করলেন তাকে নাকি ব্যক্তিগত আক্রমন করা হয়েছে, তাই উত্তর দিবেন না। বলে অনন্ত প্রসংগ এড়িয়ে গেলেন। এটা খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। জনাব খান নিজেই 'জাতিসংঘের আলোকে মুক্তমনা বন্ধুটির কষ্ট' নামের চরম আক্রমণাত্মক লেখা লিখলেন, অথচ কেউ জবাব দিলেই উলটো সুরে গান গাইতে আরম্ভ করে দেন যে তার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে বলে।

‘ঢাকাইয়া’ নামের এক ব্যক্তি ভিন্নমতে লেখেন। তিনি যে আসলে কি লেখেন আর কীই বা বলতে চান প্রায়শঃই আমি বুঝি না। সম্ভবত আমার বুদ্ধি সুদ্ধি কম বলেই বোধ হয় উনার লেখা আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়! হুট করে এসে ঘোষনা করলেন যে, কুদ্দুস খানকে নাকি আমি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছি। কী আশ্চর্য! আমি তো এই অর্থহীন বিতর্কে এখন পর্যন্ত একটি বাক্যও ব্যয় করিনি। কিভাবে আমি কুদ্দুস খানকে ব্যক্তিগত আক্রমন করব? আমি তো সচেতনভাবেই এই যুদ্ধে জরাব না বলে ঠিক করেছিলাম, কুদ্দুস খানের একটা বক্তব্যেরও জবাব দিব না। তারপরও নাকি আমিই ব্যক্তিগত আক্রমণ করলাম।

যা হোক এ নিয়ে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। সব কিছু বিবেচনা করে ঠিক করেছি যে, আমি ভিন্নমত থেকে আমার লেখা প্রত্যাহার করব। তবে এত ঘটা করে কিছু করার ইচ্ছে ছিল না। কাজটা করতে চেয়েছিলাম নিরবেই। আমি ভিন্নমত সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলাম যে, আমার ইমেইল যেন ‘পার্সোনাল ইমেইল’ হিসেবে গন্য করা হয়, প্রকাশ করার দরকার নেই। কুদ্দুস খান তার নিয়ম মত বিপ্লবকে উত্তর দিতে গিয়ে আবার তা ঘটা করে জানিয়ে দিলেন। যা হোক, ঢাকাইয়া সাহেবের মনে হয়েছে ভিন্নমত থেকে প্রবন্ধ ফিরিয়ে নিয়ে আমি নাকি আমার ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করেছি। হতে পারে হয়ত। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আমি যেখানে সাচ্ছন্দ্য বোধ করি না, অযথা সেখানে নিজেকে আর জড়িয়ে রাখা কেন। এটি আমার অধিকার। পৃথিবীতে হাজার হাজার ম্যাগাজিন আছে। সবাই তো সব জায়গায় লেখেন না। অনেক লেখকই আছেন যারা শুধু ভিন্নমতে লেখেন, মুক্তমনায় লেখা পাঠান না। উলটোটাও আছে। আবার অনেকে শুধুই সদালাপে বা অন্য কোন ফোরামে। আবার কমন কিছু লেখকও আছেন যারা সব জায়গায়ই লেখা পাঠান। এ নিয়ে এত মাতম করার তো কিছু নেই।

ভিন্নমত, সদালাপ, মুক্ত মনা সবারই নিজস্ব একটা দর্শন আছে, মিশন আছে। সে অনুযায়ী সেখানকার লেখক পাঠক গড়ে উঠেছে। অনন্ত খুব পরিস্কারভাবেই তার লেখায় সেই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করেছে। আমাদের ওয়েব সাইটে ক্লিক করলেই দেখতে পাওয়া যাবে মুক্তমনার মিশন কি। এই মিশনের সাথে যারা সঙ্গতি প্রকাশ করেন, তাদের নিয়েই আমরা কাজ করতে উৎসাহী। আমরা যেমন মৌলবাদীদের সাথে হাত মেলাতে চাই না, তেমনি চাইনা অতি প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথেও। ইসলামের নামে যত ইচ্ছা বল ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি আমেরিকার আগ্রাসন নিয়ে কিছু বল - তা হলেই তুমি ‘সুডো কমিউনিসট’ বা ‘ভং ধরা মানবতাবাদী’ - এরকম ভাবলে তাদের সাথে সত্যই কাজ করা দূরূহ।

কেউ কেউ আবার এখন খুব ইমোশোনাল হয়ে ‘ঐক্য ঐক্য’ বলে চেচাচ্ছেন। ফোরাম গুলোর ঐক্য বলতে যে কি বোঝায় তা আমি আসলেই বুঝতে পারি না। ফোরামগুলো তো কোন রাজনৈতিক দল নয়। এরা কর্মী বাহিনী নামিয়ে রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন করে না। আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে শ্রেনী সংগ্রামও করে না। কাজেই ঐক্য দিয়ে তেমন কিছু যে হবে বা দেশের অবস্থা রাতারাতি বদলে যাবে- তারও কোন লক্ষণ দেখি না। সাদা মাঠা ভাবে ফোরাম গুলো হল অনেকটা দৈনিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের মত। ‘প্রথম আলো’ আর ‘ভোরের কাগজের’ ঐক্য হলে কি বিশাল কোন বিপ্লব হয়ে যাবে? কিংবা মৌলবাদিরা সব দেশ ছেড়ে চলে যাবে? ব্যাপারটা হাস্যকর। আসলে কিছুই হবে না। কিছু লেখকের হয়ত দুই পেপারেই লিখবার দরজাটা হয়ত প্রশস্ত হবে মাত্র। সে তো আমাদের আছেই। যে যেখানে লিখতে চান লিখুন না। ছাপানো তো হচ্ছেই সব। এর বেশী আর প্রত্যাশা কতটুকু?

তবে ঐক্য মানে যদি হয় অহেতুক কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হওয়া, অহেতুক খোঁচাখুঁচি বন্ধ হওয়া, সে ক্ষেত্রে আমি সানন্দে রাজী। আমার দিক থেকে আমি অন্ততঃ বলতে পারি যে, আমি সেগুলো করি না, করব না। অন্যরাও যদি এটি পালন করেন, তবে আমার চেয়ে খুশী আর কেউ হবে না।

22 August 2005